

# দুই বছরের সেশনজটে বন্দী ১৯ লাখ শিক্ষার্থী

■ মাহবুব রনি

দেশের প্রায় ১৯ লাখ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার বিচারে দেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যায়তন এটি। ৬৪ জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। অথচ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত এ বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী গড়ে দেড় থেকে দুই বছরের সেশনজটে আটকে রয়েছে। দীর্ঘায়িত হচ্ছে তাদের শিক্ষাজীবন। ফলে কর্মজীবনে প্রবেশে বিলম্বের পাশাপাশি সামাজিকভাবেও বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেশনজট পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেছে। এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়টিতে সর্বোচ্চ এক বছর আট মাস এবং সর্বনিম্ন ১১ মাস ৫ দিনের সেশন জট রয়েছে। একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের অনার্স শেষ হওয়ার কথা ছিল গত এপ্রিল মাসে। কিন্তু তাদের সমাপনী পরীক্ষা এ বছরের ডিসেম্বরের আগে গ্রহণ করতে পারবে না কর্তৃপক্ষ। ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষের তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরতদের অনার্স সমাপনী পরীক্ষা হওয়ার কথা এ

## জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক  
ব্যবস্থা, শিক্ষক-ক্লাস  
সংকট, দেরিতে  
ক্লাস পরীক্ষা শুরু  
এর জন্য দায়ী

বছরের এপ্রিলে। কিন্তু ক্লাস গ্রহণশেষে এটি অন্তর্ভুক্ত হবে আগামী বছরের অক্টোবরে। ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় বর্ষের (পুরাতন) শিক্ষার্থীদের অনার্স সমাপনী পরীক্ষা হওয়ার কথা ২০১৬ সালের এপ্রিলে। কিন্তু এ বর্ষের শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত সমাপনী পরীক্ষা হবে ২০১৭ সালের মে মাসে। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় বর্ষের (নতুন) শিক্ষার্থীদের অনার্স সমাপনী পরীক্ষার সিটে বসার কথা ২০১৭ সালের এপ্রিলে। এ শিক্ষার্থীরা চতুর্থ বর্ষের অনার্স সমাপনী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ

করবে ২০১৮ সালের জুনে। অর্থাৎ এ চারটি বাচের শিক্ষার্থীরা যথাক্রমে এক বছর আট মাস, এক বছর ২ মাস, এক বছর এক মাস এবং এক বছর দুই মাসের সেশনজটে বন্দি রয়েছে। এছাড়া তিন বছর মেয়াদী শ্রুতক পাস কোর্সের ২০১০-১১, ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরাও প্রায় এক বছরের সেশনজটে আটকে রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সূত্র জানায়, সেশনজট পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মূল্যায়নে ভর্তি প্রক্রিয়া এবং এ প্রক্রিয়াশেষে ক্লাস

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

## দুই বছরের সেশনজটে

প্রথম পৃষ্ঠার পর শুরু করবে পূর্ববর্তী সময়কে গণনা করা হয়নি। ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ ও ক্লাস শুরু এ সময়সীমা ছয় থেকে আট মাস। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বছর মেয়াদী স্নাতক সন্মান বা অনার্স শেষ করতে অন্তত ছয় বছর এবং তিন বছর মেয়াদী সন্মান পাস কোর্স শেষ করতে পাঁচ বছর সময় লাগে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট নিয়ে সম্প্রতি শঙ্কা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও। বিশ্ববিদ্যালয় মন্ত্রি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট বর্তমানে গুরুতর অবস্থায় পৌঁছেছে'।

শিক্ষাবিদরা বলেন, এ সেশনজটের কারণে দেশের উচ্চ শিক্ষায় ও কর্মসংস্থান পরিস্থিতিতে বৈষম্য এবং ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছে। সমস্যা নিরসনে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে ভবিষ্যতে বিপুল শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে।

২০১৮ সালের আগেই সেশনজট মুক্ত করা হবে : ডিসি  
এ প্রসঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসি অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ বলেন, সেশনজট কিছতেই কাম্য নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট একদিনে সৃষ্টি হয়নি। দিনে দিনে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। সারাদেশ জুড়ে বিস্তৃত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান এবং আয়তন বিবেচনায় পরিস্থিতিতে এখনই উন্নয়ন বলা যাবে না।

ডিসি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটের সবচেয়ে বড় কারণ এর আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোকে শক্তিশালী না করা এবং পরীক্ষা ও ক্লাস গ্রহণের বিষয়ে যথাযথ নীতিমালায় অনুপস্থিতি। সেশনজট পরিস্থিতি নিরসনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সম্প্রতি মহাপরিচালনা গ্রহণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোকে শক্তিশালী করা হয়েছে। জরুরি কর্মসূচি বা ক্রাশ প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৮ সালের আগেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে সেশনজট মুক্ত করা হবে।

সমস্যা ও বিকল্প উপায়  
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জটের জন্য বিশেষজ্ঞরা ছয়টি সমস্যাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো-ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণে বিলম্ব, ক্লাস শুরু করতে বিলম্ব, শ্রেণীকক্ষ স্বচ্ছতা, শিক্ষক স্বচ্ছতা, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে সময়ক্ষেপণ এবং প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা। তাই এ সমস্যাগুলো নিরসনে মহাপরিচালনা গ্রহণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ভর্তি পরীক্ষা, ক্লাস গ্রহণ, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছেন তারা। এ লক্ষ্যে নতুন পরীক্ষা পরিচালনা ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি, ডাকযোগাযোগের স্থলে বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থা তথা আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহকে পুরোপুরি সক্রিয় করে এর মাধ্যমে সরাসরি পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। 'ওএমআর' পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতি হাজিরা, উত্তরপত্র মূল্যায়ন শেষে পরীক্ষকগণ কর্তৃক একই পদ্ধতিতে নম্বর প্রেরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সময় সাপেক্ষ ও ম্যানুয়াল হওয়ার স্থলে একটি বিশেষ সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।

আঞ্চলিক কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ  
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজটের জন্য কেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যবস্থা ও এর কারণে সৃষ্ট ধীরগতিতে দায়ী করা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ সমস্যা দূর করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি আঞ্চলিক কেন্দ্রকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রশাসনিক ও পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে সেশনজট দূর হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিসি জানান, ৬টি প্রশাসনিক বিভাগীয় শহরে (বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট ও চট্টগ্রাম) জমি কিনে স্থায়ী আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন ও উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে। সুগিরিই শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এর ফল পেতে শুরু করবেন।